কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নিজের বিদ্যালয়ে আগুন

কারাগারে সেই প্রধান শিক্ষক

বগুড়া অফিস ▶

সরকারি বরাদ্দ বেশি পাওয়ার লোভে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ওই মামলায় গতকাল বুধবার তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গত মঙ্গলবার উপজেলার সুজাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন জ্বলতে দেখে এলাকাবাসী সেখানে ছুটে যায়। তারা গিয়ে প্রধান শিক্ষক ও দপ্তরিকে হাতেনাতে আটক করে। পরে সেনাসদস্যদের নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

সুজাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আমিনুল হক বাদী হয়ে মামলাটি করেছেন। মামলায় প্রধান শিক্ষক মান্নানের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পদ ক্ষতির অভিযোগ করা হয়েছে।

সুজাবাদের বাসিন্দা এনামুল হক, আবু শশিম, আজাদুল ইসলামসহ কয়েকজন কালের কণ্ঠকে জানান, নির্বাচনের আগের দিন গত ৪ জানুয়ারি রাতে ভোটকেন্দ্রের তালিকায় থাকা এই বিদ্যালয়ে নির্বাচনবিরোধীরা আগুন দেয়। এতে ওই বিদ্যালয়ের কিছু বই ও কাঠের আসবাব পুড়ে যায়। ওই ঘটনাকে বড় করে দেখিয়ে সরকারি বরাদ্দ বেশি পাওয়ার লোভে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের দপ্তরি বাবু মিয়াকে দিয়ে মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয়ের বেঞ্চ একত্র করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। বিদ্যালয়ের দপ্তরি বাবু মিয়া দাবি করেন, সকাল সাড়ে ৯টায় বিদ্যালয়ে পৌঁছান তিনি। তখন প্রধান শিক্ষক তাঁকে বেঞ্চগুলো বাইরে নিয়ে গিয়ে ধোঁয়া দিয়ে কালো করার নির্দেশ দেন। কিছু শিক্ষার্থীকে দিয়ে তিনি (দপ্তরি) বেঞ্চগুলো বাইরে নিয়ে আগুনের ধোঁয়া দিয়ে কালো করছিলেন। সে সময় এলাকাবাসী গিয়ে এর কারণ জানতে চায়। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে এলাকার লোকজন তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখে। জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, বিদ্যালয়ে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে ওই ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ কারণে তাঁকে আটক করা হয়।